তারিখ ... 06 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩

দৈনিক খবর

10

এগার বছর ধরে গাছতলায় শিশু স্কুলটি চলছে

পটুয়াখালী, ৭ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দীর্ঘ এগার বছর ধরে পটুয়াখালী–খেপুপাড়া শিশু স্কুল পরিচালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে প্রায় ৬৪ হাজার শিশু পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পটুয়াখালী–খেপুপাড়া সড়কের আমতলী উপজেলার মানিকঝুড়ি গ্রামে একটি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চামেলী শিশু স্কুল দীর্ঘ এগার বছর আগে স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টায় একটি ডেরা তুলে এ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। দু'জন শিক্ষক নিজ উদ্যোগে শিশুদের শিক্ষাদান করে আসছেন। এ ডেরার কাছাকাছি আর কোন শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় এ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এলাকার শিশুদের একমাত্র লেখাপড়ার ভরসা। প্রথম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে মোট ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ১০৫ জন। আর ডেরায় সংকুলন না হওয়াতে গাছ তলায় ক্লাশ নিতে হচ্ছে। আর মেঘ–বৃষ্টি–ঝড় দেখলেই ছুটি হয়ে যায়। ঢাকাস্থ আহসানীয়া মিশন এ শিশু স্কুলে সামান্য কিছু অনুদান দিয়ে থাকে। এলাকায় মৌসুমে ধান, চাঁদা তুলে ও ছাত্র–ছাত্রীদের মাসিক দেড়–দু টাকা বেতন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এ চামেলী শিশু স্কুলটি।

এ দিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পটুয়াখালী জেলার ৬টি উপজেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ৫২ হাজার ৬শ' ৪ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৮শ' ৪১ জন শিশু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৪৯ হাজার ৮শ' ৭২ জন শিশু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত রয়েছে। বাকী ৬৩ হাজার ৮শ' ৯৪ জন শিশু শিক্ষা বঞ্চিত রয়েছে। এ জেলায় ৮শ' ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৫শ' ৭৬টি সরকারী এবং ২শ' ২৬টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৬শ' ৩৩ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও শিক্ষক রয়েছে ২ হাজার ৫শ' ৮৯ জন। দীর্ঘ দিন ধরে এ জেলায় ৪৪ জন শিক্ষকের পদ খালী রয়েছে। কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। শিশু শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দু'টি সময় নির্ধারণ করে এ সমস্ত শিশুর লেখাপড়া হয়। ফলে বিদ্যালয়ে এ সব শিশুর পড়াশুনায় দারুণ বিঘ্ন হচ্ছে।

দরিদ্রসীমার নীচে অধিকাংশ পরিবারের শিশুরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও অভাব–অনটনের কারণে স্কুলে গমনের পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষুধার অন্ন জোটাতে শিশু শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে। এ সমস্ত শিক্ষা বঞ্চিত অভাবী শিশু অনেকে গ্রামের অভাবহীন লোকদের বাড়ীতে গরু–মহিষের রাখাল বা শহরে–বন্দরের হোটেল, রেস্তোরাঁ, বাসা–বাড়ীতে ফাই ফরমাস খাটে।